সংবাদ

তারিখ ... 07 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

কমিটি বাতিল করেও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস সন্ত্রাস

ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ কোন বিরাম নেই। অব্যাহতভাবে চলছেই। সংঘর্ষের কারণে কমিটি গঠন করার পৌনে দুই বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কার্যক্রম আরও দুবার স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি। জানা গেছে, ২০১৪ সলের ২০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠনের পর থেকে একের পর এক সংঘর্ষে জড়ান নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে গত শনিবার মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘর্ষের কারণে বাধ্য হয়ে সাত মাস পর কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে কেন্দ্রীয় কমিটি। পাঁচ মাস পর স্থগিতাদেশ তুলে নেয়া হয়। এর নয় মাস পর গত বৃহস্পতিবার রাতে আবারও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দরপত্র নিয়ে মারামারি, ছিনতাই, ছাত্রী উত্ত্যক্তসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু অপরাধী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না। না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না সরকার। কেউই এদের অপরাধ অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয় না। ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়।

এসব কারণে সাধারণ শিক্ষার্থী, যারা ছাত্রলীগ করে না বা অন্য কোন রাজনীতি করে না, তাদের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ব্যাপারে কঠোর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কোন্দল দূর করার কথা বলেছিলেন। অথচ আজ পর্যন্ত তাদের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘুরেফিরে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের মধ্যেই থাকছে, তারা সন্ত্রাসের বাইরে যেতে পারছে না।

যেহেতু কমিটি বার বার স্থগিত করেও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ এবং অপকর্ম ঠেকানো যাচ্ছে না, সেহেতু কমিটি থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা চাই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এই কমিটি বাতিল করা হোক।

শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস সন্ত্রাসে লিপ্ত সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আপাতত ছাত্রলীগের সকল কমিটি বাতিল করা হোক। অন্তত কিছুদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রলীগমুক্ত থাকুক। এই সময়ের মধ্যে সরকার বা সরকারের কোন মন্ত্রী, এমপি বা প্রভাবশালী নেতা যেন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী নেতাকর্মীদের সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বা আশ্রয় না দেয়, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।